গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জাতীয় পাট দিবস ২০১৮

‘সোনালি আঁশের সোনার দেশ পাটপণ্যের বাংলাদেশ’

বাংলার পাট বিশ্বমাত

৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস ২০১৮

জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

২২ ফাল্গুন ১৪২৪, ০৬ মার্চ ২০১৮

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২২ ফাল্গুন ১৪২৪
০৬ মার্চ ২০১৮

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বারের মত 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। তাই কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে পাটের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলসমূহের আধুনিকায়নসহ এ খাতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বাড়াতে ইতোমধ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' কার্যকর করা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে পাট আইন, ২০১৭। পাট পাতা থেকে পানীয়, পাটের আঁশ থেকে ভিসকস ও পচনশীল পরিবেশবান্ধব 'সোনালি ব্যাগ', জিও ফুট টেক্সটাইল, পাটকাঠি থেকে চারকোলসহ ২৩৫ প্রকারের পাটের বহুমুখি ব্যবহারের ফলে পাটের সোনালি অতীত ফিরে আসতে শুরু করেছে। পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পাটশিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। আমি আশা করি এর ফলে পাট চাষিগণ পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। পাটশিল্পের উন্নয়নে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

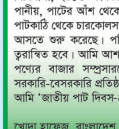

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। দেশব্যাপী দ্বিতীয়বারের মত 'জাতীয় পাট দিবস' ২০১৮ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকারের নিরলস পরিশ্রম ও ব্যবসাবান্ধব পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব বাজারে পাটশিল্পের প্রসার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটকলগুলোতে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাজারে পাট পণ্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট পাতা থেকে পানীয়, ভিসকস ও পচনশীল পলিথিন, জিও ফুট টেক্সটাইল, পাটকাঠি থেকে চারকোলসহ ২৩৫ প্রকারের পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে পাটের দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। সোনালি আঁশের অতীত ফিরে পেতে শুরু করেছে। এক কথায় পাটের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন দেশে সিনথেটিক পণ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় অন্তর্জাতিক পাটপণ্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাটখাত এবং পাটশিল্পকে সুদৃঢ় অবস্থানে আনার জন্য 'পাট আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'প্রতিযোগিতাসক্ষম শক্তিশালী বস্ত্র ও পাটখাত' গড়ে তোলাকে আমরা আমাদের চিন্তন নির্ধারণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী বিজেএমসিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো পাটকলগুলির BMRE করাসহ পাটশিল্পের আধুনিকায়ন, পাটপণ্যকে বহুমুখী করে এর রপ্তানি ও স্থানীয় ব্যবহার বৃদ্ধি পাটকলের অব্যবহৃত জমিতে যৌথ উদ্যোগে বা বেসরকারী উদ্যোগে পাট সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারীকরণকৃত পাটকলসমূহের মধ্যে শর্ত লংঘনকৃত বস্ত্র ও পাটকলসমূহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পাটপণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের বিজনেস কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক এবং রপ্তানী কারকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পাটখাতে বিনিয়োগে তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পূর্ববাংলা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে অন্যায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তীব্র প্রতিবাদ জানান। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি পাট শিল্প জাতীয়করণ, পাটের গবেষণা এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, এমপি

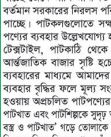

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

পাট বাঙালির ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। বাঙালি জাতি সত্তার পরিচয়বাহী সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন দড়ি কাছি থেকে শুরু করে ছালা-বস্তা ও নামাজের জায়নামাজ সবকিছুতেই পাটের ব্যবহার অতি পুরাতন ও প্রয়োজনীয়। যা অর্থ সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও টেকসই। পাটচাষি, পাটব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এক পরিবারের আওতায় এনে জাতীয় পাট দিবস উদযাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাটের রাজ্যপাটেও দিন বদলের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। উন্নত জাতের পাটচাষ, উন্নত পাটবীজ উৎপাদন, পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণ, পলিথিন ব্যাগ বর্জন ও নিষিদ্ধকরণ, পাটজাত পণ্য ব্যবহার এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করাসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সরকার অব্যাহত রেখেছে। পাট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যবহার ও চাহিদা বেড়েছে। কাঁচা পাটের দাম বেড়ে গেছে। কৃষক এখন পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন যার ফলে পাট চাষে আবার চাষিদের আগ্রহ বেড়ে গেছে। এ সরকারের আমলে পাটের উৎপাদন, বিপণনে আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে।

পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনস্থ সকল দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব এ পাটশিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে পরিণতি হবে এবং বিশ্ববাজারে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিতে পারবে।

জাতীয় পাট দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সফল হোক জাতীয় পাট দিবস ২০১৮।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি

পাটশিল্প ও বিজেএমসি

ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান (অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

সোনালি এবং রেশমী উজ্জ্বলতার জন্য পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। বিশ্বের উৎকৃষ্ট মানের পাট গঙ্গা বদ্বীপে উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সবার শীর্ষে। এক সময় পাট ও পাটজাত শিল্পই ছিল এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। পাট হতে অর্জিত বৈদেশিক আয়ের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ আজও পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসি (East Pakistan Industrial Development Corporation) এর মোট ৬৭টি পাটকলের তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। বিজেএমসি'র মূল লক্ষ্য হল কৃষকের পাটের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে সময়মত পাটক্রয়ের মাধ্যমে পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা, পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা

পাট একটি ছালজাতীয় প্রাকৃতিক আঁশ। এটি কাঠ ও তুলার সমতুল্য একইভাবে হার্ড ও সফট তন্তুর গুণাগুণ সম্পন্ন। ভিসকো ইলাস্টিক গুণের জন্য বহু বছর ধরে পরিবহন ও প্যাকেজিং সামগ্রীর উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আশির দশক থেকে স্বল্প মূল্যের প্লাস্টিক ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাবের ফলে পাটের সুদিন ক্রমাগত ম্লান হতে শুরু করে এবং ২০০২ সালে পাটের দাম, চাহিদা এবং উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

সোনালি আঁশ পাটকে নিয়ে দেশে চলছে গবেষণা। পাট পাতা থেকে পানীয় উৎপাদন, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের সোনালি ব্যাগ, পাটের আঁশ থেকে ভিসকস তৈরী, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ইউনিট স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসি জনগুলু থেকে পাটশিল্পের উন্নয়নে এবং পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ৫০ দশকে স্থাপিত পুরাতন মেশিনসমূহের উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০% কমে গেছে যা বিজেএমসি'র লোকসানের একটি বড় কারণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় মিলগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বিশ্ব বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করা হলে বিজেএমসি'র স্বাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হবে এবং বাংলার সোনালি আঁশ খ্যাত পাট তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

পাটের সোনালি ঐতিহ্য : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মোঃ শামছুল আলম
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর

সোনালি আঁশ পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী পণ্য। উন্নত গুণগতমানের কারণেই বাংলাদেশের পাটের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্য ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। পাটচাষে জমির উর্বরতা বাড়ে এবং পরবর্তীতে ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়। শ্রমমন পাট খাতের সাথে বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮৫-৯০ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপন্ন হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট পাট ও পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উৎপাদিত পাটের পরিমান ছিল ৮৫.০০ লক্ষ বেল। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বেড়ে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৮৮.৯৯ ও ৯১.৯৯ লক্ষ বেল। কাঁচা পাট রপ্তানি করে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আয় হয় যথাক্রমে ১০৫৪.৪০ ও ১৪৪১.৭২ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পাটজাত পণ্য রপ্তানি আয় যথাক্রমে ৬২৪০.০০ ও ৬৪৩০.৬০ কোটি টাকা।

আশির দশকে পাটের বিকল্প হিসেবে পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক পণ্যের প্রচলনের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের কদর কিছুটা কমতে থাকে। পাটের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় পাটচাষিরা বিকল্প ফসল চাষে গুরুত্ব দেয়; তখন নানাবিধ কারণে বিভিন্ন পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুহুহ নির্দেশনায় বর্তমান সরকার পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাটখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'পাট আইন ২০১৭ ' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদকালে 'উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন'-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হওয়ায় ইতোমধ্যে 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের পুনর্গাঠনে সরকার প্রতিবছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের যে কোন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পাট অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স গ্রহণ ও তা সময় মতো নবায়ন করতে হয়। লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনা করলে অনধিক ৩ বছরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা ও তুষ-ঘুন-ভুড়া-এ ১৭টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পাট উৎপাদন বৃদ্ধি বা অন্ততঃ স্থিতিশীল রাখার জন্য মানসম্পন্ন পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন-বাংলাদেশের পাট খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দেশে প্রতিবছর পাটবীজের চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত হয় তার মাত্র ৩০-৩৫ শতাংশ। পাটচাষের উপযোগী উর্বর জমি প্রাপ্তির ক্রমহ্রাসমানতা, জলাশয় ভরাটসহ নানাবিধ কারণে পাট পচনে প্রয়োজনীয় পানির প্রাপ্যতা পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি বহুমুখি পাটপণ্যের sustainability ইত্যাদি পাটখাতের বড় চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণের মাধ্যমে টেকসই প্রতিযোগিতা সক্ষম পাটখাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কাজ করে।

বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপের কারণে পাটখাতের সোনালি ঐতিহ্যের সোনালি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক তন্তুর চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। পাটের জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন, পাট ব্যবহার করে ভিসকস, কম্পোজিট জুট গার্মেন্টস ও পাট পাতার চা উদ্ভাবন, জুট-জিও টেক্সটাইল ব্যবহার, পাটকাঠি থেকে চারকোল বা অ্যাক্টিভেটেড কার্বন এবং জুট পলিমার হতে 'সোনালি ব্যাগ' তৈরীর কার্যক্রম সোনালি আঁশ পাটখাতের অপার সম্ভাবনার নিশ্চিত হাতছানি। বর্তমান সরকার প্রণীত পাট বান্ধব আইন, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা-পাটখাত উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। এর যথাযথ বাস্তবায়নে নিশ্চিত করবে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃজন। ফলে সফল হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, হ্রাস পাবে দারিদ্র্য, সমৃদ্ধ হবে সোনার বাংলা এবং বেগবান হবে সোনালি আঁশের পুনর্জাগরণের অভিযাত্রা।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ ফাল্গুন ১৪২৪
০৬ মার্চ ২০১৮

বাণী

দেশব্যাপী দ্বিতীয়বারের মত ৬ই মার্চ ২০১৮ 'জাতীয় পাট দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পাটচাষিসহ এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এক সময়ের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এখনও দেশের ৩য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে পাটের ভূমিকা একটি স্বীকৃত ইতিহাস।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর পাটখাতকে ধ্বংস করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। পাটের দাম না পেয়ে চাষীদের দ্বারা উৎপাদিত পাট পুড়িয়ে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পাট খাতের উন্নয়নে মনোযোগী হই। ২০১৬ সালে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা ইতোমধ্যে দেশের পরিবেশ রক্ষায় ও জনস্বার্থ সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা বন্ধ পাটকলগুলো চালু করেছি।

কৃত্রিম পলিথিনের পরিবর্তে আজ দেশে পাট থেকে পলিথিন সদৃশ পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব সুন্দর 'সোনালি ব্যাগ' তৈরি হয়েছে। একদিন এর সম্প্রসারণ পৃথিবী জুড়ে হবে বলেই আমি বিশ্বাস রাখি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ায় সোনালি আঁশের সোনালি অধ্যায় আজ আর স্বপ্ন নয়। আমাদের মাটি পাট চাষের উপযোগী। মাটির গুণাগুণ ধরে রাখতে ফসলচক্রে পাট সবচেয়ে উপযোগী লাভজনক ফসল। সুতরাং আমাদের শ্রম, মেধা, গবেষণালব্ধ ফলাফল, পাটের বহুমুখী পণ্যের সম্ভার ও তার বাজার সম্প্রসারণ, সরকারি-বেসরকারি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা পাটের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই সক্ষম হবে।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

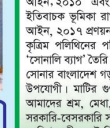

প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের পাট শিল্পের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ও সুপ্রাচীন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পাটশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের অবস্থান তৃতীয়। এই পাট একটি ইতিহাসের অধ্যায়। এই পাট বাংলার সোনালি গৌরবের অধ্যায়। পাট নিছক পাট নয় বরং একটি পাটাঘাটকে ঘিরে এই বাংলার যাপিত জীবনের কথা, অবনমন হিসেবে আকড়ে একটি জাতির বেঁচে থাকার কথা। তাই সোনালি আঁশকে ঘিরে এই বাংলার সে সভ্যতা ও জনপদ গড়ে উঠেছিল তা একটি কথায় মনে করিয়ে দেয় 'আমার অনেক ঋণ আছে'। এই ঋণ সুজলা-সুফলা, শষ্যশ্যামলা এই মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি, পাট নিয়ে গড়ে উঠা সুবিশাল ন্যূ্যজের প্রতি। কোথায় অবদান নেই এই পাটের? দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির শিল্প স্থাপন, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামের আধুনিকায়ন, অর্থনৈতিক চাঁকা শক্তিশালীকরণ, দেশের গৌরব বিশ্ব বাজারে উজ্জ্বলকরণ ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক যে শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল সেখানেও এই পাট 'শিল্প' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। একদিন এই দেশে পথ ঘাটহীন কুপিবাতি জ্বলা অতি সাধারণ গ্রাম বাঁরে বাঁরে গঞ্জে পরিণত হয়েছিল এই পাট শিল্পকে ঘিরে।

আজ দেশব্যাপী ২য় বারের মতো ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' উদযাপিত হবে। এই আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র দেশে ও বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে। এই সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

নানামুখী চ্যালঞ্জ ও অসম্ভবতা সোনালি আঁশ ধরাসহ ধরাপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগি কঠিন দিক নির্দেশনায় সোনালি আঁশের অতীত ফিরে আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য প্রবল কয়া হয়েছে গাঢ়বর্ণিকের নানমুখী পদক্ষেপ। বিজেএমসি'র মিলসমূহ নীবিদের পুরাতন হওয়ায় চিন ও অন্যান্য দেশের সহায়তায় আধুনিকায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পচনশীল সহজলভ্য 'সোনালি ব্যাগ' পাইপারা পলীত উৎপাদন স্বল্পমাত্রায় পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদেশ থেকে মেশিনারীজ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাট থেকে ভিসকস উৎপাদনের জন্য প্রাকল্পাবধরা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্ষাক্টরী স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এছলো ছাড়াও জুট কম্পোজিট, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল কারখানা স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলে পাটখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পাট সেক্টরে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, শ্রমিকদাদের জীবীদিনের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে, পাটকলে দুর্নীতি বন্ধ করা হয়েছে, অলস মজুতিসব সকল ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা হয়েছে। 'পাট আইন-২০১৭' প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও পাটনীতি মূল্যপরামর্শকদলের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' জারী করা হয়েছে। আজ বহুমুখী পাটপণ্য একটি আলাদা ক্